দৈনিক ইনকিলাব

12 NOV 1987

শিক্ষাঙ্গন

সাবসিডিয়ারি পরীক্ষা প্রসঙ্গে

সাবসিডিয়ারি বিষয় নিয়ে ইদানীং পত্র-পত্রিকায় বেশ লেখালেখি হচ্ছে। বস্তুতপক্ষে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলকেই বিশেষতঃ শিক্ষার্থীদের বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। বিষয়টা সত্যিকার অর্থেই কিছু ভাবনার দাবী রাখে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা একটি বিষয় অনার্স নিয়ে পড়ে। তাদেরকে আরো দু'টি বিষয় পড়তে হয় 'সাবসিডিয়ারি বিষয় হিসেবে। যদিও এ বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর মোট নম্বরের সাথে ক্লাস পেতে সাহায্য করে না। কিন্তু ফেল করলে ডিগ্রী আর মিলবে না। তাই এটি এখন সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্ভবতঃ সাবসিডিয়ারি বিষয় রাখা হয়েছে অনার্স বিষয়কে আরো ভালভাবে বুঝতে সহায়তা করার জন্য। সাবসিডিয়ারি বিষয় রাখার আর একটি প্রধান কারণ পাস কোর্সের ছাত্ররা তিনটি বিষয় পড়ে তাদের তুলনায় যাতে অনার্স শিক্ষার্থীর মান কোনক্রমেই নীচে না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা। প্রয়াসটি নিঃসন্দেহে ভালো। কিন্তু হালে তা শিক্ষার্থীদের জন্য অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। পূর্বে নিয়ম ছিল সাবসিডিয়ারি বিষয় যে কোন সময় পাস করলেই চলবে। কেউ যদি অনার্সের তিনটা শিক্ষাবর্ষে সাবসিডিয়ারি' শেষ করতে না পারে তবে অনার্স পরীক্ষার দেয়ার পর যখন সে সাবসিডিয়ারি বিষয়ে পাস করতে পারবে তখনই তাকে অনার্স ডিগ্রী দেয়া হবে। তাতে কারো কোন অসুবিধা হতো না। কিন্তু হালে এ নিয়মের পরিবর্তন করা হয়েছে। বর্তমান আইন অনুযায়ী প্রথম দুই বছরে সাবসিডিয়ারি পাস করতে পারলে সে শুধু পরবর্তী এক বছর সুযোগ পাবে। তাতে ব্যর্থ হলে কোন ডিগ্রী ছাড়াই ফিরে আসতে হবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ খুব কমই আছে। তাতে যেটুকু সময় পাওয়া যায় সেটুকু অনার্স বিষয় নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়। তাছাড়া বইয়ের স্বল্পতার জন্য ছাত্রদের বেশীর ভাগ বিদেশী গ্রন্থকারদের বই নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে হয়। সব সময় তা পাওয়াও যায় না। তাই সাবসিডিয়ারি বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর সুযোগ খুব কমই পাওয়া যায়। ছাত্ররা ক্লাসও খুব একটা বেশী পায় না। আর তাছাড়া সাবসিডিয়ারি বিষয় নিয়ে শিক্ষকদেরও যথেষ্ট উদাসীন্য আছে। এসব কারণে ছাত্রা প্রায়ই সাবসিডিয়ারি বিষয়ে খারাপ করে। যার ফলশ্রুতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় বছর লেখাপড়া করেও ইন্টারমিডিয়েট ডিগ্রী নিয়েই তাকে বিদায় নিতে হয়।

একজন ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে এ পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে বেশ সময় চলে যায় প্রথম বর্ষের একটি বছর। তাই বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই অনার্স পেপারে পাস করলেও সাবসিডিয়ারিতে খারাপ করে। এদিকে ২৫ নম্বরের কম পেলে তা যোগ হয় না। তাতে করে পরবর্তী বছর দুটো পেপারেই পুরোপুরি একশ' নম্বর তুলতে হয়।

এটা মোটেও সহজ কথা নয়। এখানে একশ' নম্বর তুলতে গেলে অনার্স পেপার খারাপ হওয়ার আশংকা থাকে। আর এদিকে যদি সেকেণ্ড ইয়ারের মধ্যে সাবসিডিয়ারি পাস করা না যায়, তা হলে আরো ঝামেলা। কারণ থার্ড ইয়ারে অনার্স পেপার পড়তে হবে পাঁচশ' নম্বর। তার সাথে আছে টিউটোরিয়াল ও মৌখিক পরীক্ষা। আর এদিকে বিগত বছরের ফলও জানা যায় ৭/৮ মাস যাওয়ার পর। তাতে ৪/৫ মাসে নতুন করে প্রস্তুতি নিয়ে অনার্স এবং সাবসিডিয়ারি পাস করা বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তাই আজকাল ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সবারই দাবী সাবসিডিয়ারির অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়া হোক। শুধু সাবসিডিয়ারি বিষয়ের জন্য একটা ছেলের জীবন নষ্ট হতে পারে না।

এ অবস্থা নিরসনকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য আমি কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করছি।

১। সাবসিডিয়ারি বিষয় পাস করা সময়সীমা তিন বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে পূর্বের ন্যায় বাড়াতে হবে। অনার্স পাস করার পরও সাবসিডিয়ারি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দিতে হবে। অবশ্য যখন সাবসিডিয়ারি পাস করবে তখনই ডিগ্রী দেয়া হবে যদি তার আগে অনার্স পাস করলেও।

২। পঁচিশ নম্বরের কম পেলে নম্বর যোগ করা হবে না সাবসিডিয়ারির ক্ষেত্রে এ বিধান বিলুপ্ত করতে হবে। যত নম্বরই পাক না কেন তা অন্যান্য পত্রের নম্বরের সাথে যোগ করতে হবে। আর এভাবে যদি তিন পত্রে মিলে একশ' নম্বর হয়ে যায় তবে পাস বলে ঘোষণা করতে হবে।

ছাত্র অভিভাবক সবার কথা চিন্তা করে উপরোক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী তড়িৎ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ করছি। আশা করি এ ব্যাপারে শীঘ্রই সাড়া মিলবে।

—মোঃ খালেদ হোসেন খান